দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 18 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

■ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব

'সাক্ষরতা অর্জন করি, ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি'– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর সারা দেশে পালিত হলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। প্রতিবছর দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের সাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষার অবস্থা তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী নিরক্ষর রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সাক্ষরতায় বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে আছে। মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও ভুটানের স্থান বাংলাদেশের বেশ ওপরে। বাংলাদেশের নিচে রয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।

সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক হলেও এর মান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কোনো কারণ নেই। খোদ সরকারি জরিপে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী স্ব স্ব শ্রেণির অর্জন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা সর্বাধিক। এমনকি মাতৃভাষা বাংলাতেও দুর্বল ছাত্রের সংখ্যা হতাশাজনক। সব শিশুকে প্রাথমিকে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য অর্জন করতে পেরে বাংলাদেশ যথাসময়ে সহস্রাব্দ (এমডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়েছিল। কিন্তু এবার টেকসই (এসডিজি) উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যে। শিক্ষার মানোন্নয়নে আমাদের জন্য এ লক্ষ্য কঠিন হয়ে পড়বে যদি সময়মতো আমরা সচেতন না হই। আশঙ্কার বিষয় হলো, এ ধরনের সচেতন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। মান উন্নয়ন না হলে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়ন কখনই সম্ভব হবে না।